সংবাদ

তারিখ 13 JAN 2008

রাজধানীতে ভুয়া টিউশনি মিডিয়ার দৌরাত্ম্য : প্রতারিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীতে ভুয়া টিউশনি মিডিয়ার দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। প্রতারিত হচ্ছে প্রতিদিন হাজার হাজার সরল শিক্ষার্থী। এদের দৌরাত্ম্য কমানোর ব্যাপারে কারও কোন নজরদারি নেই। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে অসংখ্য শিক্ষার্থী আসে দেশের নানা প্রান্ত থেকে। যাদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না। ব্যয়বহুল ঢাকা শহরে বাস করতে গিয়ে তারা খোঁজে বিভিন্ন আয়ের সুযোগ। শিক্ষার্থীদের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি টিউশনিই হচ্ছে সুবিধাজনক আয়ের উৎস। তাই অনেকেই ছোটেন টিউশনির খোঁজে।

শিক্ষার্থীদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকা শহরের টিউশনি মিডিয়া নামক প্রতিষ্ঠানগুলো ধোঁকাবাজির ব্যবসা করে যাচ্ছে। এরা বিভিন্ন পত্রিকায় আজই যোগদান, এ এবং ও লেভেলের টিউশনিসহ বিভিন্ন চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। আবার অনেকে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীসহ অন্যান্য শ্রেণীর লোভনীয় বেতনে টিউশনির বর্ননা দিয়ে লিফলেট পোস্টারিং করে, বাস্তবতায় যার পুরোটাই ভুয়া।

আর্থিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা এসব প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে মিডিয়ার কাছে ছুটে যায়। অতঃপর মিডিয়ার ছড়ানো ফাদে জড়িয়ে পড়ে যা থেকে আর উদ্ধার হতে পারে না কখনো। প্রথমে তাদেরকে টিউশনির ভুয়া তালিকা দেখানো হয়। নিশ্চিত টিউশনির আশা দিয়ে তাদের সদস্য করানো হয়। ভর্তিবাবদ বিভিন্ন মিডিয়ায় ৩০০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। এ টাকা আর কখনোই ফেরত দেয়া হয় না। এমনকি এর জন্য কোন রশিদ ও দেয়া হয় না। কোন প্রমাণপত্র থাকে না শিক্ষার্থীর কাছে। কোন কোন মিডিয়ার শর্ত থাকে টিউশনিতে যোগদানের আগে মাসিক বেতনের অর্ধেক বা ৭০ ভাগ টাকা জমা দিতে হবে মিডিয়ায়। আবার কোন কোন মিডিয়ায় শর্ত থাকে এক মাস পরে বেতনের টাকা দেয়ার। তাদের আবার ভর্তি ফি থাকে তুলনামূলকভাবে বেশি। মিডিয়ার প্রতারণার মূল পর্ব শুরু হয় সদস্য হওয়ার পরপরই। তারা প্রথমে দু'একটি পরিবারের কাছে টিউশনির কথা বলে পাঠায় বা টেলিফোন নম্বর দেয় যেখানে যোগাযোগের পর শিক্ষার্থীকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়। তারপরও ঘোরাতে থাকে শিক্ষার্থীকে। এভাবে ধীরে ধীরে হতাশায় নিমজ্জিত হয় শিক্ষার্থীরা। অভিযোগ রয়েছে, যে সব পরিবারে টিউশনির কথা বলে পাঠানো হয় বা ফোন নম্বর দেয়া হয় তারাও মিডিয়ার সাথে যুক্ত। মিডিয়ার যোগসাজশে তারাও ব্যবসা করেন। যেসব মিডিয়া টিউশনিতে যোগদানের আগেই বেতনের টাকা অগ্রিম নেন তাদের অবস্থা আরও করুন। ভাল বেতনের টিউশনির কথা বলে মিডিয়াগুলো বেশি টাকা নিয়ে নেয় আগেই। তারপর ঘোরাতে থাকে মাসের পর মাস। ভাগ্য ভাল হলে দু'একটা টিউশনি হয়ে ও যেতে পারে কারও কারও কিন্তু তা দুমাস পরেই বাতিল করে দেয়ার ব্যবস্থা করে মিডিয়াই। মাঝে মাঝে প্রতারিত শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করে থাকে। কিন্তু তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। মিডিয়াগুলো তার আশেপাশের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে সখ্যতা করে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। ফলে কেউ কোন কিছু করতে সাহস পায় না। এ ছাড়াও বিভিন্ন মিডিয়ার ১০ থেকে ১২ জনের একটা গ্রুপ থাকে জালিয়াতিকে ঢাকা দেয়ার জন্য। মিডিয়া তাদের কে তার সদস্য হিসেবে দেখায়। দু একটি টিউশনির প্রস্তাব এলে তাদের হাতেই তা চলে যায়। খাতা কলমে দেখানো হয় এতো গুলো টিউশনি দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও তারা এসে বলে তারা এ মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে টিউশনি পেয়েছে।

মিডিয়াগুলো শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণার পাশাপাশি প্রতারণা করে অভিভাবকদের সাথেও। যেসব অভিভাবকরা মিডিয়াগুলো থেকে শিক্ষক চান তাদের চোখে ধুলা দিয়ে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রকে বুয়েটের ও বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রকে ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে পরিচয়ের জন্য তারা ভুয়া আইডি কার্ডও করে দেয়। এমন জালিয়াতি, দুর্নীতিতে ভরা মিডিয়াগুলো রেজিস্ট্রেশনের ধার ধারে না। অনেক মিডিয়া এক সাথে টিউশনি, পাত্র-পাত্রী বিদেশে ছাত্র ভর্তিসহ বিভিন্ন কাজ করে থাকে। কোন একটির জন্য রেজিস্ট্রেশন নিয়ে বাকি কাজগুলো চালায় বিদেশে ছাত্র ভর্তি ও পাত্র-পাত্রীর খোঁজের বেলায়ও তাদের প্রতারণার অভিযোগ পাওয়া যায়।

এসব মিডিয়ার বেশিরভাগের অবস্থান মৌচাক, মালিবাগ, ও ফার্মগেট এলাকায় ফার্মগেটে রয়েছে সবচেয়ে মিডিয়া। এরা ছাত্র ভর্তির কাজ করে থাকে। এরা প্রায়ই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। ছাত্র ছাত্রীদের আনাগোনাও প্রচুর এখানে। চমৎকার অফিসের লোকজন বেশ স্মার্ট ও কোটটাই পরা দু'একজনকেও দেখা যায় এ অফিসে। অফিসে প্রবেশের পরে বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় তারা। প্রতিবেদককে এখানে বলা হলো ৪০০ টাকা দিয়ে সদস্য হতে হবে। টিউশনির নিশ্চয়তা সহকারে বলা হলো আজই যোগদান করা যাবে। শান্তিবাগে ৭ম শ্রেণীর ছাত্রকে পড়াতে হবে। মিডিয়া শুধু ফোন নম্বর দিবে। অফিস থেকে ফোন করতে চাইলে বলা হলো রাত দশটার পরে ফোন করতে হবে।

এছাড়াও ৫০০ টিউশনির বিভিন্ন বিবরণসহ একটা ফাইল দেখানো হলো সংশ্লিস্ট প্রতিবেদককে। এতো কিছুর পরেও ধারনা করার উপায় নেই যে এখানে এত খাদ থাকতে পারে। এখানে দেয়ালে একটা বিজ্ঞপ্তি ও চোখে পড়লো ' মাসে ৫০০০ টাকা আয় করুন ' নামে। যেখানে লেখা আছে যে যত ছাত্রকে এ মিডিয়ায় ভর্তি করাতে পারবে তাকে তত টাকার একটা লভ্যাংশ দেয়া হবে শতকরা হিসাবে। পরে অফিসের বাইরে কথা হলো ওই মিডিয়ার সদস্য ঢাকা কলেজের এক ছাত্রের সাথে। তিনি জানালেন, যে ভর্তি হয়ে আজ তিনমাস ধরে ঘুরেও কোন টিউশনি পাচ্ছেন না। মিডিয়া থেকে বেশ কয়েকটি জায়গায় পাঠানো হয়েছে কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আজ নয় কাল নয় বলে শুধু ঘুরাচ্ছে। প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করলেও এখন খারাপ ব্যবহার করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায়নরত এক ছাত্র জানান, সামনে যে তালিকা দেখানো হয় তা ভুয়া। অনেক শিক্ষার্থী আছেন যারা বিরক্ত হয়ে আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি জানান একটা টিউশনির প্রস্তাব পেলে সেখানে পাঠানো হয় ১০ থেকে ১২ জনকে। তারা অভিভাবকদের গোপনে বলে দেয় কাকে রাখতে হবে। অনেক শিক্ষার্থী জানালেন খোঁজ-খবর নামে এক মিডিয়ার কথা সেখানেও তারা প্রতারিত হয়েছেন। এভাবে সাইমেক্স, সুহৃদ টিউটরস, ইমপ্রেস, শতাব্দীসহ বিভিন্ন নামে লোভনীয় টিউশনির অফারসহ বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে বিভিন্ন পত্রিকায়। এভাবে হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতারিত হচ্ছে প্রতিদিন। এসব বিষয়ে যাদের নজর দেয়া দরকার তারাও দেখছেন না বিষয়টি। টিউশনির নামে এভাবে প্রতারণা বন্ধ